"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শ্রীমতে চলে সবাইকে সুখদান করতে হবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত করো শ্রেষ্ঠ হয়ে অন্যদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য"

*প্রশ্নঃ - দয়ালু বাচ্চাদের হৃদয়ে কোন্ ঢেউ আসে? তাদের কি করা উচিত?

*উত্তরঃ - যারা দয়ালু বাচ্চা হয়, তাদের মনে হয় - আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করবো। আজকাল বেচারারা খুব দুঃখী, তাদের গিয়ে এই খুশীর খবর শোনাবো যে, বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ আর শান্তির দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই, বরাবর সেই সময় বাবাও ছিলেন, এখনও আবার বাবা এসেছেন।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এখানে বসে আছো, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। অবশ্যই নিজেদের আত্মা মনে করবে। শরীর আছে, তাইতো তার দ্বারা আত্মা শোনে। বাবা এই শরীর লোন নিয়েছেন, তবেই তিনি শোনাতে পারেন। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান বা সম্প্রদায়, এরপর আমরা দৈবী সম্প্রদায় হবো। দেবতারাই স্বর্গের মালিক হন। আমরা আবার পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো দৈবী স্বরাজ্য স্থাপনা করছি। এরপর আমরা দেবতা হয়ে যাবো। এই সময় সমস্ত দুনিয়া, বিশেষতঃ ভারত আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার সমস্ত মানুষই একে অপরকে দুঃখই দান করে। তারা এও জানে না যে, সুখধামও হয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই সবাইকে সুখী এবং শান্ত বানিয়ে দেন। এখানে তো ঘরে ঘরে একে অপরকে দুঃখই দিতে থাকে। সমস্ত বিশ্বেই দুঃখ আর দুঃখ। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী বানান। কবে থেকে দুঃখ শুরু হয়েছে আর কবে তা সম্পূর্ণ হয়,আর কারও বুদ্ধিতে এমন চিন্তন হবে না। তোমাদেরই বুদ্ধিতে একথা আছে যে, বরাবর আমরাই ঈশ্বরীয় সন্তান ছিলাম, এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই তাঁকে ফাদার বলে ডেকে থাকেন। বাচ্চারা এখন জানে যে, শিব বাবা আমাদের শ্রীমৎ দান করছেন। শ্রীমৎ হলো বিখ্যাত। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের হলো উঁচুর থেকেও উঁচু মত। এমন গায়নও আছে যে, তাঁর গতি - মতিই অনুপম। শিব বাবার শ্রীমৎ আমাদের কি থেকে কি বানায়। স্বর্গের মালিক। আর যে মনুষ্য মাত্র আছে, তারা তো নরকের মালিক বানায়। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। এ তো নিশ্চিত, তাই না। নিশ্চয়বুদ্ধি যাদের, তারাই এখানে আসে, আর তারা বুঝতে পারে যে, বাবা আমাদের আবার সুখধামের মালিক বানান। আমরাই ১০০ শতাংশ গৃহস্থ মার্গে ছিলাম। এই স্মৃতি এখন ফিরে এসেছে। ৮৪ জন্মেরও তো হিসেব আছে, তাই না। কে-কে কতো জন্মগ্রহণ করে। যেই ধর্ম পরে আসে, তাদের জন্মও অল্প হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই নিশ্চয়তা রাখা উচিত যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। আমরা সবাইকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত করি। আমাদের ওই বাবাই আমাদের রাজযোগ শেখান। মানুষ মনে করে যে, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভগবানের সঙ্গে মিলনের রাস্তা, আর ভগবান বলেন - এর দ্বারা কেউই আমার সাথে মিলিত হয় না। আমিই আসি, তাই তো আমার জয়ন্তীও পালন করা হয়, কিন্তু কবে আর কার শরীরে আসি, একথা কেউই তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সবাইকে সুখ দান করতে হবে। দুনিয়াতে সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। ওরা একথা বুঝতেই পারে না যে, বিকারে যাওয়াই হলো দুঃখ দেওয়া।তোমরা এখন জানো যে, এ হলো মহান দুঃখ। কুমারী, যারা পবিত্র ছিলো, তাদের অপবিত্র বানায়। নরকবাসী বানানোর জন্য কতো সেরিমনি (অনুষ্ঠান) করে। এখানে তো এমন হাঙ্গামার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা এখানে খুব শান্তির সঙ্গে বসে আছো। সবাই খুশী হয়, সম্পূর্ণ বিশ্বকে সদা সুখী বানায়। তোমাদের মান হলো শিব শক্তির রূপে। তোমাদের সামনে লক্ষ্মী - নারায়ণের তো কিছুই মান নেই। শিব শক্তির নামই উজ্জ্বল হবে কেননা বাবা যেভাবে সার্ভিস করেছেন, সবাইকে পবিত্র করে সদা সুখী করেছেন, তেমনই তোমরাও বাবার সাহায্যকারী তাই তোমাদের মতো শক্তি রূপী ভারত মাতাদেরই মহিমা। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো রাজা - রানী আর প্রজারা সবাই স্বর্গবাসী। এ কি বড় কথা ! যেমন ওরা স্বর্গবাসী, তেমনই এখনকার রাজা - রানী সবাই নরকবাসী। এমন নরকবাসীদের স্বর্গবাসী তোমরাই বানাও। মানুষ তো কিছুই জানে না। সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির। মানুষ কি না কি করতে থাকে। কতো লড়াই ইত্যাদি করতে থাকে। প্রতিটি বিষয়েই দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে সবকিছুতেই সুখ আর সুখ। এখন সবাইকে সুখ দান করার জন্যই বাবা শ্রেষ্ঠ মত দান করেন। এমন গেয়েও থাকে - শ্রীমৎ ভগবান উবাচঃ। শ্রীমৎ মনুষ্য উবাচঃ নয়। সত্যযুগে দেবতাদের মত দানের প্রয়োজন হয় না। এখানে তোমরা শ্রীমৎ

প্রাপ্ত করো । বাবার সঙ্গে তোমাদের মতো শিব শক্তিদেরও গায়ন আছে । এখন আবারও প্র্যাক্টিকালে সেই পার্ট প্লে হচ্ছে । বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদের মন - বাণী এবং কর্মে সবাইকে সুখ দান করতে হবে । সবাইকে সুখধামের রাস্তা বলে দিতে হবে । তোমাদের কাজই হলো এই । শরীর নির্বাহের কারণে পুরুষদের কাজও করতে হয় । বলা হয়, সন্ধ্যার সময় দেবতারা পরিক্রমা করতে বের হন, এখন দেবতারা এখানে কোথা থেকে আসবেন । এই সময়কে শূদ্র বলা হয় । এই সময়ে সবাই অবসরও পায় । বাচ্চারা, তোমাদের চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে স্মরণ করতে হবে । ব্যস, কোনো দেহধারীর চাকরী ইত্যাদি করবে না । বাবার তো গায়ন আছে যে, দ্রৌপদীর পদসেবা করেছিলেন । মানুষ এর অর্থও বুঝতে পারে না । এখানে স্থূল পদসেবার কোনো কথা নেই । বাবার কাছে অনেক বৃদ্ধারাই আসেন, বুঝতে পারে যে, ভক্তি করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি । অর্ধেক কল্প তো অনেক ধাক্কা খেয়েছে, তাই না । তাই এই পদ সেবার অক্ষর নিয়ে নিয়েছে । এখন শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে পদসেবা করবেন? শোভা দেবে কি? তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণকে পদসেবা করতে দেবে? শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই মানুষ ঝলমল করে ওঠে । তাঁর মধ্যে তো অনেক চমৎকার থাকে । শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারোর কথা বুদ্ধিতেই বসে না । তিনিই সবথেকে তেজোময় । বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণ আবার মুরলী চালিয়েছিলো, এই কথা ঠিক লাগে না । এখানে তোমরা কিভাবে শিব বাবার সাথে মিলিত হবে? বাচ্চারা, তোমাদের বলতে হয় যে, শিব বাবাকে স্মরণ করে তারপর এনার কাছে এসো । বাচ্চারা, তোমাদের তো অন্তরে খুশী হওয়া উচিত যে, শিব বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখী বানান । এমন বাবার কাছে তো বলিদান যাওয়া উচিত । কোনো সুপুত্র যদি হয়, তখন বাবা তার প্রতি বলিদান যান । সে বাবার প্রতিটি কামনা পূরণ করে । কেউ কেউ তো এমন বাচ্চাও হয় যারা বাবাকে খুনও করে দেয় । এখানে তো তোমাদের মোস্ট বিলাভেড হতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেবে না । যারা দয়ালু বাচ্চা হয়, তাদের মনে হয় যে, আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করি । আজকাল বেচারারা খুবই দুঃখী । তোমরা তাদের গিয়ে খুশীর খবর শোনাও যে, বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির দৈবী রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । বরাবর সেই সময় বাবাও ছিলেন । এখনো আবার বাবা এসেছেন ।তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে পুরুষোত্তম হই । তোমাদের জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? বলো, মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া । দেবতারা তো বিখ্যাত । বাবা বলেন, যারা দেবতাদের ভক্ত, তাদের বোঝাও । তোমরাই প্রথম প্রথম শিবের ভক্তি শুরু করেছিলে, তারপর দেবতাদের । তাই প্রথম প্রথম শিব বাবার ভক্তদের বোঝাতে হবে । বলো, শিব বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করো । মানুষ শিবের পূজা করে কিন্তু এ তো বুদ্ধিতে আসেই না যে, তিনিই হলেন পতিত - পাবন বাবা। ভক্তিমার্গে দেখো, মানুষ কতো ধাক্কা খায় । শিবলিঙ্গ তো ঘরেই রাখতে পারে । তাঁর পূজা করতে পারে, তাহলে অমরনাথ, বদ্রীনাথ ইত্যাদিতে যাওয়ার প্রয়োজন কি । অবশ্য ভক্তিমার্গে মানুষকে ধাক্কা খেতেই হবে । তোমরা এর থেকে তাদের মুক্ত করো । তোমরা হলে শিব শক্তি, শিবের বাচ্চা । তোমরা বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো । তাও স্মরণের দ্বারাই প্রাপ্ত হবে । বিকর্মও বিনাশ হবে । পতিত - পাবন তো বাবা, তাই না । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিৎ পাবন হও । সকলকেই এই পথ বলে দিতে হবে । তোমরা এখন রামের হয়েছো । রামরাজ্যে হলো সুখ আর রাবণ রাজ্যে দুঃখ । ভারতেই সকলের চিত্র আছে, যাঁদের এতো পূজা হয় । এখানে অনেক মন্দির আছে । কেউ হনুমানের পূজারী, কেউ আবার অন্য কারোর । একে বলা হয় ব্লাইন্ড ফেথ (অন্ধ বিশ্বাস) । তোমরা এখন জানো যে, আমরাও ব্লাইন্ড ছিলাম । ইনিও জানতেন না যে - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর কে ছিলেন? যারা পূজ্য ছিলেন, তারাই আবার পূজারী হয়েছেন । সত্যযুগে হলো পূজ্য আর এখানে পূজারী । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান । তোমরা জানো যে, সত্যযুগেই পূজ্য থাকে । এখানে হলো পূজারী, তাই পূজাই করতে থাকে । তোমরা হলে শিবশক্তি । তোমরা এখন না পূজারী, আর না পূজ্য । বাবাকে তোমরা ভুলে যেও না । এ তো সাধারণ তন, তাই না । এই তনে উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান আসেন । তোমরা তো বাবাকে নিজেদের কাছে নিমন্ত্রণ দাও, তাই না । বাবা এসো, আমরা অতি পতিত হয়ে গেছি । তুমি এই পুরানো পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে আমাদের পাবন বানাও । বাচ্চারা বাবাকে নিমন্ত্রণ করে । এখানে তো কেউই পাবন নেই । অবশ্যই তিনি সকল পতিতদের পাবন বানিয়ে নিয়ে যাবেন, তাই না । তাই সবাইকেই এই শরীর ত্যাগ করতে হবে । মানুষ শরীর ত্যাগ করলে কতো হায় - হায় করে, দোষ দেয় । তোমরা খুশীর সঙ্গে যাও । এখন তোমাদের আত্মা রেস করে, দেখো, কে শিববাবাকে বেশী স্মরণ করে । শিব বাবার স্মরণে থেকে যদি এই দেহ ত্যাগ হয়, তাহলে অহো ! সৌভাগ্য । তরীই পার হয়ে যাবে । বাবা সবাইকে বলেন, এইভাবে পুরুষার্থ করো ।সন্ন্যাসীরাও কেউ কেউ এমন হয় । ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য অভ্যাস করে । তারপর শেষের দিকে বসে বসে শরীর ত্যাগ করে । চারিদিক শূন্য - স্তব্ধ হয়ে যায় ।

সুখের দিন আবারও আসবে । এরজন্যই তোমরা পুরুষার্থ করো , বাবা আমরা তোমার কাছে যাবো । তোমার স্মরণ করতে করতে যখন আমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তুমি আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবে । পূর্বে যখন কাশী

কলবটে জীবন শেষ করতো, তখন খুব প্রেমের সঙ্গেই জীবন সমাপ্ত করতো, ব্যস্ আমরা মুক্ত হয়ে যাবো । এমন মনে করতো । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করে শান্তিধামে চলে যাও । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, আর এই স্মরণের বলে পাপ মুক্ত হয়, ওরা মনে করে যে, গঙ্গাজলেই পাপ মুক্ত হওয়া যাবে । মুক্তি প্রাপ্ত করবো । বাবা এখন বোঝান যে, এ কোনো যোগবল নয় । পাপের সাজা ভোগ করতে করতে আবার গিয়ে জন্মগ্রহণ করে, নতুনভাবে আবার পাপের খাতা শুরু হয়ে যায় । বাবা বসে তোমাদের কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বোঝান । রামরাজ্যে কর্ম অকর্ম হয়, রাবণ রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । রাম রাজ্যে কোনো বিকার থাকে না ।

মিষ্টি - মিষ্টি ফুলের মতো বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের সব উপায়, সব রহস্য বুঝিয়ে দেন । মুখ্য বিষয় হলো যে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । পতিত পাবন বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন, তিনি কতো নির্মান । কোনো অহংকার নেই, সম্পূর্ণ সাধারণভাবে তিনি চলাফেরা করেন । বাপদাদা দুজনেই বাচ্চাদের সার্ভেন্ট । তোমাদের হলো দুইজন সার্ভেন্ট, উঁচুর থেকেও উঁচু শিব বাবা, আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবা । ওরা তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয় । অর্থ তো জানেই না । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কি করেন, কিছুই জানে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা এই কথা যেন নিশ্চিত থাকে যে, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের শ্রেষ্ঠ মতে চলতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেবে না । সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে ।

২) সুপুত্র হয়ে বাবার কাছে বলিহার যেতে হবে, বাবার প্রতিটি কামনা পূরণ করতে হবে । বাপদাদা যেমন নির্মান এবং নিরহংকারী, তেমনই বাবার সমান হতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব - উন্নতির দ্বারা সেবার উন্নতি করে সত্যিকারের সেবাধারী ভব

স্ব - উন্নতি হলো সেবার উন্নতির বিশেষ আধার । স্ব উন্নতি যদি কম থাকে তাহলে সেবাও কম হবে । কাউকে কেবল মুখের দ্বারা পরিচয় দানই সেবা নয়, বরং প্রতিটি কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণা দান করা, এও সেবা । যে মন - বাণী এবং কর্মে সদা সেবাতে তৎপর থাকে, তার সেবার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভব হয় । যতো সেবা করে, ততই স্বয়ংও এগিয়ে যেতে থাকে । নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা যারা সেবা করে, তারা সদা প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করতে থাকে ।

স্লোগানঃ- সমীপে আসার জন্য চিন্তন, বাণী আর কর্মকে সমান বানাও ।

অব্যক্ত ইশারা :- আত্মিক স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো, অন্তর্মুখী হও

একাগ্রতার আধার হলো অন্তর্মুখতা । অন্তর্মুখী থাকলে সূক্ষ্ম শক্তির লীলা অনুভব করবে । আত্মিক স্থিতিতে থেকে আত্মার আহ্বান করা, আত্মার সঙ্গে আত্মিক কথোপকথন করা, আত্মার সংস্কার - স্বভাব পরিবর্তন করা, আত্মার কানেকশন বাবার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, এমন রুহানি লীলার অনুভব হবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;